বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ

টেলিফোননং ঃ ৪৭১১০৬৭৭
৯৫৫৭০৬৬
ফ্যাক্স নং ঃ ৪৭১২৩৬৮৩
ই-মেইল ঃ dgmtrade@krishibank.org.bd

পরিকল্পনা ও পরিচালন সার্কুলার লেটার নং ০১/২০২৩-২৪ তারিখঃ ২৬/০৯/২০২৩

মহাব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়,
উপমহাব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
সকল অনুমোদিত ডিলার শাখা ।

বিষয়ঃ"Bangladesh Bank- Authorized Dealers'Forum"এর ৩৩ তম সভার রেকর্ডনোটস্ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়

উপরোক্ত বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং এফইপিডি (এফইএমপি) ৩৪/২০২৩-৪৮২৮, তারিখ ০৪/০৯/২০২৩ **এবং তৎসংগে সংযুক্ত Bangladesh Bank Authorized Dealers' Forum এর বিগত ২০-০৭-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)** ।

০২। বিবি-এডি ফোরামের ৩৩তম সভার সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং এ প্রেক্ষিতে অত্র ব্যাংক সংশ্লিষ্ট উক্ত সভার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো ঃ

ক) ব্যাংক সমূহ কর্তৃক স্বীকৃত ও মেয়াদোর্ত্তীন লোকাল এবং ফরেন বিলসমূহ যথাসময়ে পরিশোধ প্রসংগেঃ

এফইওডির পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, মার্চ'২০২২ স্থিতি ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত ও মেয়াদোর্ত্তীন লোকাল ও ফরেন আমদানী বিলের পরিমান ডিসেম্বর'২০২২ স্থিতির তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বীকৃত ও অপরিশোধিত বিলসমূহ যথাসময়ে পরিশোধ করার বিষয়ে ব্যাংকসমূহকে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

খ) OIMS রিপোর্টিং প্রসংগেঃ

প্রায়শই ব্যাংগুলো এলসির তথ্য OIMS এ বিলম্বে রিপোর্ট করে এবং রিপোর্টিং এর সময় Commodity Head, Quantity, Unit of Measures, H.S Code ও Description ভুলভাবে রিপোর্ট করে থাকে মর্মে এফইওডি সভাকে অবহিত করে। সার্বিক আলোচনান্তে, এলসির তথ্যাদি সঠিক সময়ে ও সঠিক শিরোনামে নির্ভুলভাবে রিপোর্টিং সম্পন্ন করার জন্য ব্যাংকসমূহকে সভায় পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গ) বৈদেশিক বিনিময়ে স্বল্পমেয়াদী অনুমোদিত ট্রেড ফিন্যান্সে সকল রকম খরচের (সুদের হারসহ)সর্বোচ্চ সীমার পুনঃনির্ধারণ প্রসংগেঃ

প্রইম ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, এফই সর্কুলার ২৭/২০২২ অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিময়ে স্বল্প মেয়াদী অনুমোদিত ট্রেড ফিন্যান্সে সকল রকম খরচের (সুদের হারসহ) সর্বোচ্চ সীমা SOFR+৩.৫০% নির্ধারন করা হয়েছে। ট্রেড ঋণ গ্রহণের বাৎসরিক খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাওয়ার কারণে উল্লেখিত সর্বোচ্চ সীমায় বৈদেশিক মুদ্রায় ট্রেড লোন গ্রহণ দুরুহ হয়ে পড়েছে মর্মে উল্লেখ করে ব্যাংকটির প্রতিনিধি এ পরিস্থিতিতে, বিশ্ববাজারে বিদ্যমান ঋণ হরের সঙ্গে বৈদেশিক স্বল্পমেয়াদী অনুমোদিত ট্রেড ফিন্যান্সে সকল রকম খরচের (সুদের হারসহ) সর্বোচ্চ সীমা বাস্তবসম্মত পর্যায়ে পুনঃনির্ধারন করার জন্য সভায় প্রস্তাব পেশ করা হয়। বৈদেশিক বাজারে ঋণের সুদের হার উর্দ্ধমুখী এবং অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশ থেকে ট্রেড ক্রেডিট পাওয়া যাচ্ছেনা মর্মে জানা যাচ্ছে। এ পর্যায়ে সরাসরি বিদেশি ঋণদাতা ব্যাংকের পরিবর্তে ওবিইউ এর মাধ্যমে ট্রেড ফাইন্যান্স প্রদান অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে ব্যাংকের এফআই টিমকে সক্ষম করে বিদেশি করেসপন্ডেন্টদের সাথে সুম্পর্কের ভিত্তিতে ক্রেডিট লাইন স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে মর্মে এফইওডির পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয়।

ঘ) স্টুডেন্ট ফাইলের রিফান্ড/বাতিলের ক্ষেত্রে বিনিময় হার প্রদান ঃ

প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, স্টুডেন্ট ফাইলের বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা ফেরত বা বাতিলের ক্ষেত্রে ট্রানজেকশন তারিখের বিনিময় হার অথবা ব্যাংকের ক্রয় হারের মধ্যে যেটি কম সেই হার প্রদানের রীতি প্রচলিত রয়েছে। আগে বিনিময় হার অনেকটা স্থিতিশীল ছিল বিধায় তেমন পার্থক্য প্রতীয়মান হতো না। কিন্ত বর্তমানে প্রতি মাসে বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে বর্ধিত বিনিময় হার প্রদান করতে হচ্ছে। যেহেতু দেশের টাকায় ক্রয়কৃত কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আবার ফেরত আসছে বা ভ্যালু এডেড হচ্ছে না এ ক্ষেত্রে বর্ধিত বিনিময় হার প্রদানের যৌক্তিকতা আছে কিনা এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ব্যাংকটির প্রতিনিধি প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডির পরিচালক বিষয়টি লেনদেন/ট্রানজেকশন তারিখের বৈদেশিক মুদ্রা/টাকার এক্সচেঞ্জ রেট (TT Clean) অনুসারেই নিস্পত্তি যোগ্য মর্মে সভাকে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে প্রিমিয়ার ব্যাংকের একটি কেইস ইতিমধ্যেই নিস্পত্তি করা হয়েছে মর্মেও তিনি সভাকে অবহিত করলে সভার সভাপতি অনুরুপ বিষয়ে তা অনুসৃত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন।

ঙ) ইম্পোর্ট ট্রানজেকশনে ব্যবহৃত ক্রেডিট রিপোর্টি এর জন্য Central Database/Repository চালু করা প্রসংগেঃ

গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন ২০১৮ এর Chapter 07, Para 23(b) তে বিভিন্ন ইমপোর্ট ট্রানজেকশনে প্রাপ্ত ক্রেডিট রিপোর্টিসমূহ হেড অফিস পর্যায়ে একটি সেন্ট্রাল ডাটাবেজে সংরক্ষন করার নির্দেশনা রয়েছে। এ ব্যাপারে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, একটি ব্যাংকের এডি শাখা কর্তৃক গৃহীত ক্রেডিট রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট ইম্পোর্টারের অনুরোধক্রমে তাদের আরেকটি ব্যাংকের এডি শাখার সাথে ব্যাংকিং চ্যানেলে (ই-মেইল) প্রেরণ করার প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট চার্জ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরণ করতে হয়। এই প্রেক্ষিতে, সামগ্রিকভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বর্হিগমন কমানোর লক্ষ্যে এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে কোন নির্দ্রিষ্ট সরবরাহকারীর ক্রেডিট রিপোর্ট সহজলভ্য করণের স্বার্থে কেন্দ্রিয় ব্যাংক পর্যায়ে একটি সেন্ট্রাল ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য ব্যাংকটির পক্ষ হতে প্রস্তাব করা হলে সভার সভাপতি বিষয়টি বিদ্যমান রীতি অনুযায়ী এডি ব্যাংকের নিজস্ব এখতিয়ারে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

চ) RFCD A/C থেকে দায় পরিশোধ বিষয়ে স্পষ্টীকরণ করা প্রসংগে ঃ

বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশী নিবাসী কোন ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমন শেষে দেশে ফেরত এসে RFCD A/C খুলে তার সঙ্গে নিয়ে আসা বৈদেশিক মুদ্রা জমা করার সুযোগ রয়েছে। উক্ত জমাকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশেও অবাধে স্থানান্তরযোগ্য। বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে কোন RFCD Account Holder কর্তৃক তার বা তার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তির (পরিবারের সদস্য) ব্যয়ভার (যথাঃ Student File, Lodging/Fooding/Tution Fees ইত্যাদি) উক্ত হিসাব থেকে পরিশোধ করা সম্ভব কিনা বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এর প্রতিনিধি প্রস্তাব পেশ করেন। সর্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি আলোচ্য হিসাব হতে বর্ণিত খাতগুলোতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে চলমান রীতি অনুসৃত হতে পারে মর্মে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

ছ) বিদেশী প্রতিষ্ঠানের এদেশস্থ শাখা/লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস কর্তৃক একাধিক ব্যাংকের স্থানীয় মুদ্রা হিসাব খোলার ক্ষেত্রে মনোনীত এডি ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র প্রদান এবং এডি ব্যাংক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই ব্যাংকের অন্য শাখাকে এডি ব্যাংক হিসাবে মনোনয়ন প্রসংগে ঃ

বিদেশি প্রতিষ্ঠানের এদেশস্থ শাখা/লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস কর্তৃক মনোনীত এডি ব্যাংক পরিবর্তন করা হলে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন-২০১৮(জিএফইটি), (খন্ড-১), অধ্যায়-১৭, অনুচ্ছেদ-৩(গ) এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ পূর্বক পূর্ববর্তী মনোনীত এডি ব্যাংক হতে অনাপত্তি পত্র সংগ্রহ করে নতুন মনোনীত এডি ব্যাংকে দাখিল করতে হয় এবং এফইআইডিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অবহিত করেত হয়। তবে, উল্লেখিত ক্ষেত্রে বর্তমানে কতিপয় অসংগতির প্রেক্ষিতে এফইআইডির প্রতিনিধি স্পষ্টীকরণ করেন যে, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের এদেশস্থ শাখা/লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস কর্তৃক যে কোন একটি ব্যাংককে এডি ব্যাংক হিসাবে মনোনীত করার পাশাপাশি একাধিক ব্যাংকে/একই ব্যাংকের একাধিক শাখায় স্থানীয় মুদ্রা হিসাব খোলা যাবে, সেক্ষেত্রে হিসাব খোলার পূর্বে মনোনীত এডি ব্যাংক/এডি ব্যাংক শাখা হতে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং মনোনীত এডি ব্যাংকের মাধ্যমে এফইআইডিকে অবহিত করতে হবে। তাছড়া, এডি ব্যাংক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই ব্যাংকের অন্য শাখাকে এডি ব্যাংক হিসাবে মনোনীত করলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ পূর্বক এফইআইডিকে অবহিত করতে হবে। সভায় উত্থাপিত বিষয়গুলো অনুসরণ করার নিমিত্ত

জ) এডি ব্যাংক কর্তৃক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের এদেশস্থ লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস কর্তৃক বিদেশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমানে ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স আনয়ন না করলে গ্রাহককে নোটিশ প্রদান ছাড়াই ব্যাংক তাদের ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেওয়া প্রসংগেঃ

কতিপয় এডি ব্যাংক কর্তৃক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের এদেশস্থ লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস কর্তৃক বিদেশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমানে ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স আনয়ন না করলে গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করত/নোটিশ প্রদান ছাড়াই তাদের ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে মর্মে এফইআরডির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। ফলশ্রুতিতে তাদের এদেশে কার্যক্রম পরিচালানায় বিঘ্ন ঘটার পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তিও সংকটে পড়ছে। এছাড়া, লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস কর্তৃক ব্যাংক হিসাব স্থাপনের পর দীর্ঘদিন ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ না করা ও কোনরূপ ব্যাংকিং লেনদেন না করায় ব্যাংক কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার নজিরও পাওয়া গেছে মর্মে এফইআইডির প্রতিনিধি ব্যাংকসমূহকে এরূপ ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার পূর্বে আবশ্যিকভাবে গ্রহাহকে তিন মাসের নোটিশ প্রদান করা এবং এরূপ ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার পর কারণ উল্লেখ পূর্বক প্রামাণিক দলিলাদিসহ এফইআইডিকে অবহিত করতে হবে মর্মে স্পষ্টীকরণ করলে সভাপতি উত্থাপিত বিষয়গুলো অনুসরণ করার নিমিত্ত ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা জন্য এফইআইডিকে অনুরোধ করেন।

০৩। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৪। উক্ত সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে,

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপমহাব্যবস্থাপক

আঃবাঃবিঃ ১(০৫)/২০২৩-২০২৪/ ৪৭৮

তারিখ ঃ ২৬/০৯/২০২৩

সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য(ই-মেইলে)অনুলিপি প্রেরন করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি ,প্রকা ,ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি ,প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর/অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **(উপমহব্যবস্থাপক আইসিটি সিস্টেম, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)**
০৫। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। নথি/ মহানথি।

(এস এম সোহেল রানা)
উর্দ্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা